

সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশন কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডের আজকের অনুষ্ঠানের সাথে রয়েছি আমি নিশা বিশ্বাস যে বিষয়টি নিয়ে আজ দুটি দলের মধ্যে বিতর্ক হবে তা হচ্ছে আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে বিষয়ের পক্ষে বলবে ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ গাজীপুর বিষয়ের বিপক্ষে বলবে কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ কুমিল্লা প্রিয় দর্শক আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আজকের বিতর্কিকদের সাথে পক্ষ দল ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ গাজীপুর বিতর্কিকরা হলে কানিজ ফাতেমা শশী মোহাম্মদ সাক্বির হোসেন ও তাদের দল নেতা ইসরাত জাহান বিপক্ষদল কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ কুমিল্লা এর বিতর্কিকরা হলেন আয়শা আক্তার রুবি লাকি আক্তার ও তাদের দলনেতা আসমা আক্তার ঝুমু এবারে আমরা পরিচিত হব আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিস্তৃত বিচারক প্যানেলের সাথে এস এম শামীম রেজা জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের দলনেতা ফাইনালের শ্রেষ্ঠ বিতর্কিক এবং বারোয়ারি পর্বের শ্রেষ্ঠ বক্তা অধ্যাপক ফারহানা হক সরকারের উপসচিব ডক্টর জাকারিয়া মিয়া অধ্যাপক মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এবং সাবেক ডিন লাইফ এন্ড সায়েন্স অনুশদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত বিচারক বৃন্দ যে সকল বিষয়ের উপর নম্বর প্রদান করবেন তা হলো উপস্থাপনা পাঁচ ভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণ পাঁচ তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনা দশ যুক্তির প্রয়োগ ও খন্ডন পাঁচ প্রিয় দর্শক সবশেষে আমরা পরিচিত হব আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতির সাথে যিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা এবং বিতর্ক এর ফলাফল প্রদান করবেন আমাদের মাঝে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন দুর্যোগ ও পরিবেশবিদ ডক্টর একিউএম মাহবুব অধ্যাপক ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবারের সম্মানিত সভাপতিকে মঞ্চে এসে আসনগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিতর্ক অনুষ্ঠান টি শুরুর পূর্বে আসুন বিতর্ক প্রতিযোগিতার নিয়ম গুলো সংক্ষেপে জেনে নেই প্রত্যেক বিতর্কিক তার বক্তব্য প্রদানের জন্য মোট পাঁচ মিনিট সময় পাবেন এক্ষেত্রে চতুর্থ মিনিটের সতর্কতা সংকেত এবং পঞ্চম মিনিটের চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে এছাড়াও প্রত্যেক দলের দলনেতা যুক্তি খণ্ডনের জন্য অতিরিক্ত দুই মিনিট সময় পাবেন এক্ষেত্রে দেড় মিনিটে সতর্কতার সংকেত এবং দ্বিতীয় মিনিটের চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে আমি এবারে আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতিকে আজকের বিতর্ক অনুষ্ঠান টি শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মানিত সভাপতি

প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি দল এবং আজকের সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী এবং আমার সামনে উপস্থিত সদস্য বৃন্দ এবং টেলিভিশনের বাংলা টেলিভিশনের সামনে অসংখ্য দর্শক সবাইকে সালাম এবং শুভ অপরাহ্ন আজকের বিতর্ক এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে আমি আজকের যে বিতর্ক প্রতিযোগিতার পক্ষে যারা বক্তব্য রাখছেন পক্ষের প্রথম বক্তা কানিজ ফাতেমা শশী তাকে আহবান করছি তার বিতর্ক উপস্থাপন করার জন্য

মানুষ আত্মভেদী আত্মনানী নীল পতঙ্গ একদিন পাখরের হাড় দিয়ে গড়েছিল এ পৃথিবীর একদিন মানুষই ধ্বংস করবে তাকে হ্যাঁ মাননীয় সভাপতি আজ পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে মানুষ সত্যি আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশের সোনার মাটিতে আজ পলিথিন কাচের বোতল স্বচ্ছ পানিতে মিশে আছে কল কারখানার বর্জ্য আমরা ঠিকভাবে নিঃশ্বাস ও নিতে পারছি না কারণ এতে মিশে আছে নানা ধরনের বিষাক্ত গ্যাস হায়রে মানুষ জাতি পৃথিবীর যে কঠোর আইন মেনে তারা পৃথিবী গড়েছিল সেই আইনের অভাবে আজ তারা পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মাননীয় সভাপতি বিস্তৃত বিচারকমণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি ও আমার দল বিষয়টির পক্ষে অবস্থান করছি এবং দলের প্রথম বক্তা হিসেবে আমি বিষয়টি সংজ্ঞায়ন ও বর্ণনা করে যাচ্ছি প্রথমে আমরা বিষয়টি কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করছি পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ আইন ও আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং পরিবেশ দূষণ রোধে আইনের মূল ভূমিকা এখানে আইনের কঠোর প্রয়োগের সঙ্গে ই প্রত্যয় যুক্ত করে বিষয়টির উপরে জোরারোপ করা হচ্ছে মাননীয় সভাপতি বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং ইন্ডোডাকশন অন ইনভেস্টমেন্ট শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন অর্থাৎ পরিবেশ হলো কতগুলো বাহ্যিক উপাদানের সমষ্টি যা আমাদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে ইউনেস্কো দৃষ্টিতে পৃথিবী নামক গ্রহে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতা যে আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাই হচ্ছে পরিবেশ দূষণ ইংরেজি আইনবিদ বলেছেন আইন হলো সমাজের সেই সকল প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতিনীতি যা আমাদের জীবন যাপন কে প্রভাবিত করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অ্যাডভোকেট আনিসুজ্জামানের মতে কোন ব্যক্তি যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন তাহলে উক্ত কাজের শাস্তি অপরাধ সংগঠনের সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে প্রদান করাই হচ্ছে আইনের কঠোর প্রয়োগ তথ্য সূত্র মানবজমিন পঁচিশে অক্টোবর দু হাজার আঠারো সবশেষে রয়েছি পরিবেশ দূষণ রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগের মূল ভূমিকা এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে না যে পরিবেশ দূষণ রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ এর একমাত্র ভূমিকা রয়েছে এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে পরিবেশ দূষণ রোধে আইনের কঠোর

প্রয়োগের মূল ভূমিকা রয়েছে পাশাপাশি আমরা জনসচেতনতা বৃদ্ধি রেডিও টেলিভিশনে প্রচারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে পারব মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশের রাজধানী প্রাণকেন্দ্র ঢাকা সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে তথ্যসূত্র দু হাজার উনিশ বর্তমানে আমাদের দেশে মাটি পানি বায়ুর সাথে শব্দও দূষিত হচ্ছে কলকারখানার অপরিশোধিত ধোঁয়া এবং ইটের ভাটার ধোঁয়ার কারণে আমাদের পরিবেশ ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে

বায়ুতে চার শতাংশ অক্সিজেন হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ বেড়েছে চার দশমিক পাঁচ তথ্যসূত্র একুশে জানুয়ারি দু হাজার উনিশ বায়ুতে ভাসমান বস্তুকণার মান বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ লক্ষ্য করুন মাননীয় সভাপতি বায়ুদূষণের কারণে প্রতিবছর আমাদের দেশে এক লক্ষ তেইশ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে আমাদের দেশে ইটের ভাটার মতো আরো আইন অনেক আছে কিন্তু নেই কেবল আইন গুলোর কঠোর বাস্তবায়ন যদি আমরা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই পরিবেশ দূষণ রোধ হতো ইটের ভাটার আইনে এরকম বলা আছে যদি কোনো ব্যক্তি ইটের ভাটার ধোঁয়া দিয়ে আমাদের বায়ু দূষিত করে থাকে তাহলে তাকে এক থেকে দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড জরিমানা সহ এক থেকে দুই মাসের জেল করা হবে কিন্তু প্রিয় প্রতিপক্ষ আপনারা কি জানেন এই আইনটি কিন্তু কখন বাস্তবায়ন ই হচ্ছেনা শুধুমাত্র কঠোর প্রয়োগের অভাবে যদি আমরা এটি বাস্তবায়ন করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমাদের পরিবেশ দূষণ আজ রোধ হতো এবার আসা যাক পানি দূষণের কথায় আমাদের পানি জাতীয় পানি নীতি উনিশশো তিরানব্বই তে বলা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের দেশের কোনো পানির উৎসকে দূষিত করে থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা অর্থ জরিমানা সহ আরো সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যেখানে আমেরিকাতে পানিতে শুধুমাত্র একটি প্লাস্টিকের বোতল ফেলার জন্যই তাকে দুইশ ডলার বা আমাদের দেশীয় মূল্যে ষোলো হাজার টাকা অর্থ জরিমানা করা হচ্ছে তাহলে এখানে কি কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়নি প্রিয় প্রতিপক্ষ আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন প্রিয় প্রতিপক্ষ এবার আসা যাক মাটি দূষণের কথায় আমাদের দেশে অবোধে বৃক্ষনিধনের কারণে আমার দেশের মাটি ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে একটি জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রায় আট শতাংশ বৃক্ষ কমে বর্তমানে বৃক্ষের হার দাঁড়িয়েছে তেরো শতাংশে তথ্যসূত্র পঁচিশে ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো প্রিয় প্রতিপক্ষ আপনারা যদি এভাবে মাটি দূষণের ক্ষেত্রে যদি এই গাছের বৃক্ষ নিধন আইনটি যদি ঠিক মতো করতেন তাহলে কিন্তু আমাদের দেশে আজ এত বৃক্ষ দূষণ হতো না আমাদের দেশে আজ এত পরিবেশ দূষণ হতো না প্রিয় প্রতিপক্ষ এবারে আমরা বলবো আপনারা প্রিয় কুমিল্লা শহরের কথা প্রিয় প্রতিপক্ষ লক্ষ্য করুন গত নয় জুলাই প্রথম আলোর সম্পাদিত তে প্রকাশিত হয়েছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের কর্পোরেশনের জগন্নাথপুর ইউনিয়নের ঝাঁকুনি পাড়া দক্ষিণ পাড়া গ্রামের খবরটি আপনারা দেখে ঝাঁকুনি না দিলেও গোটা জাতিকে কিন্তু ঠিকই ঝাঁকুনি দিয়েছে এখানে বলা হচ্ছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার নির্ধারিত জায়গায় দশ একর জায়গায় এখন মাছ চাষ করা হচ্ছে যার ফলে প্রায় ছয় আশেপাশে ঠাট্টা গ্রামে প্রায় বিশ হাজার মানুষ পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে

প্রিয় প্রতিপক্ষ এখানে কি আপনারা জনসচেতনতা বা অন্যান্য কার্যক্রম দিয়েই কি পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারবেন এখানে আপনারা আইনের কঠোর প্রয়োগই করতে হবে

প্রিয় প্রতিপক্ষ আমাদের দেশে দু হাজার আট থেকে দু হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত শব্দ দূষণে শুধু যানবাহনের কারণে শব্দদূষণের হার ছিল প্রায় চল্লিশ দশমিক সাত শতাংশ কিন্তু যখনই সরকার দু হাজার সতেরো সালে এখানে কঠোর আইন প্রয়োগ করেন তখনই দেখা গেছে এখানে শব্দ দূষণের হার বিশ শতাংশ কমে গেছে তাহলে এখানে কঠোর কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কি আমরা শব্দ দূষণ রোধ করতে পারিনি প্রিয় প্রতিপক্ষ আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন মাননীয় সভাপতি কাজী গরু কেভাবে আছে কিন্তু গোয়ালে নেই আমরা তেমন কিছুই চাই না আমরা চাই কঠোর প্রয়োগ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন যদি আমরা কঠোর আইনের কঠোরভাবে প্রয়োগ করি তাহলে অবশ্যই আমরা পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারব আমরা আবার আমাদের বাংলাদেশকে আগের অবস্থায় ফিরে পাবো বাংলায় আবার থাকবে গোয়াল ভরা গরু পুকুর ভরা মাছ এবং বাংলা আবার সুন্দর হয়ে যাবে আমরা ফিরে পাব আমাদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

এবার আমি আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যারা বিপক্ষে অংশগ্রহণ করছেন তাদের পক্ষ থেকে আয়েশা আক্তার রুবি কে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি

৪

যাহারা তোমার বিষায়েছে বায়ু নিভায়েছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো তুমি কি বেসেছ ভালো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি পরিবেশ দূষণের জন্য মানুষকে দায়ী করেছেন দায়ী করেছেন মানুষের অসচেতনতাকে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন মাননীয় সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর

একটা অন্যতম হাতিয়ার হলো বাংলাদেশের জনগণকে সচেতন করা

মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা

এবং সকল দর্শক শ্রোতাকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মাননীয় সভাপতি আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ হয়েছে আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণ

রোধের মূল ভূমিকা রাখতে

বিষয় এর বিপক্ষে বলছি

মাননীয় সভাপতি আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয়টি লক্ষ্য করলে প্রথমেই

আমাদেরকে এটি বুঝতে হবে আইনের কঠোর প্রয়োগ কি পরিবেশ দূষণ রোধ ও মূল ভূমিকা কি প্রচলিত আইনের শাস্তির চেয়ে আরো কঠোর শাস্তি আরোপ করা হচ্ছে আইনের কঠোর প্রয়োগ

মানুষের কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশ উপাদানের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনই হচ্ছে পরিবেশ দূষণ কোন সমস্যা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে উক্ত সমস্যাকে আরও বাড়তে না দেয়ার ব্যবস্থা কে বলা হয় রোধ কোন সমস্যা বা কোন কাজ করার জন্য যে বিষয়টি অন্যান্য বিষয় কে নেতৃত্ব প্রদান করে তাকে বলা হয় মূল ভূমিকা পরিবেশ দূষণ রোধে জনগণের সচেতনতাই পারে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে বলছি গত বিশ্বকাপে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হচ্ছে জাপানিদের আচরণ তাদের গ্যলারি পরিষ্কার ঘটনাটি সাধুবাদ জানিয়েছে সারাবিশ্বে আচ্ছা প্রতিপক্ষ বন্ধুরা তাদের ক্ষেত্রেও কি আইনের কঠোর প্রয়োগ করা হয়েছিল মোটেই না তাদের এই আচরণের পিছনে কাজ করেছে তাদের সুশিক্ষা ও সচেতনতা মাননীয় সভাপতি আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু বলে গেলেন আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে কিন্তু তিনি একটি উদাহরণ দেখিয়ে যেতে পারল না যেখানে এটা নিশ্চিত করে যে আইনের কঠোর প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে পারে

প্রতিপক্ষ আইন আইন বলে যে আপনার গান গেয়ে যাচ্ছেন এ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করবে কারা

নিশ্চয়ই জনগণ তখন সেই জনগণ যদি সচেতন না হয় তখন আপনার সেই আইন হাতে কলমে লিপিবদ্ধ থাকবে থাকবে

তা আর বাস্তবায়িত হবে না

ঠিক সেই জায়গা থেকে আমরা বলছি পরিবেশ দূষণ রোধে জনগণের সচেতনতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে

লক্ষ্য করুন মাননীয় সভাপতি আমাদের পরিবেশ দূষণের অনেকগুলো কারণ রয়েছে পানি দূষণ মাটি দূষণ বায়ু দূষণ শব্দদূষণ ইলেকট্রনিক দূষণ এই দূষণ প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে জনগণের সচেতনতা আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা যে বারবার আইনের কঠোর প্রয়োগের কথা বলে যাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের শাস্তি দশ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং দশ বছরের জেল

প্রতিপক্ষ বন্ধু এর চেয়ে কঠোর আইন বলতে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন মৃত্যুদণ্ড দেশের অর্ধেক মানুষকেই মেরে ফেলতে হবে কেননা আমি আপনি আমরা কোন না কোনভাবে এই পরিবেশ দূষণ এর সাথে যুক্ত আছি তাই বলতে পারি যে যদি মানুষই বেঁচে না থাকে তাহলে পরিবেশ তার জন্য প্রতিপক্ষ বন্ধুরা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি আশা করছি উত্তর দিকে যাবেন আমার প্রতিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা কে উদ্দেশ্য করে বলছি পৃথিবী এমন একটা দেশের উদাহরণ দেখিয়ে যান যে দেশটিতে শুধুমাত্র আইনের কঠোর প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশে প্রতিবছর আটশ শতাংশ মানুষ মারা যায় দূষণের কারণে যেমন পানিবাহিত রোগ বায়ুবাহিত রোগের বিশ্ব ব্যাংকের দু হাজার সালে একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে আশি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে দূষণের কারণে প্রতিপক্ষ বন্ধুরা যা বলে যাচ্ছেন তা হতে বোঝা যাচ্ছে মানুষরা ইচ্ছা করে আইন অমান্য করছে তবে কি মানুষগুলো আল্লাহত্যা করছে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি প্রতিপক্ষ বন্ধুরা তাই আমরা বলতে পারি যে মানুষ একটু সচেতন হলে এই আল্লাহত্যা মতো ঘৃণিত কাজ কাছ থেকে রক্ষা পেতে পারে পরিবেশ দূষণ রোধে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো কিছু প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন প্রস্তাবগুলো এমন জনসংখ্যার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনাময় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কে আইনে ব্যবস্থা করা এবং সচেতন করা ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সচেতন করা পরিবেশ দূষণ ও শিল্প বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা করা স্থালানির পরিবর্তে পরিবর্তে বিকল্প স্থালানির ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় নির্গমন বন্ধে জনগণকে সচেতন করা কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারে কৃষক কে উদ্বুদ্ধ করা পরিবেশ সংরক্ষণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে উপরেও লিখিত প্রতিটি শর্ত যা ব্যক্তি বা সমাজকে সচেতন করে তাই আমরা বলতে পারি যে পরিবেশ দূষণ রোধে জনগণের সচেতনতা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে জাতিসংঘ পাঁচ ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন যাতে বিশ্বের সকল মানুষ সভা সেমিনার ও আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতন হতে পারে তাছাড়া জেল পত্রপত্রিকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাটক ও বিভিন্ন ডকুমেন্ট এর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে তবে পরিবেশ দূষণ রোধে জন গণের সচেতনতা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে

প্রতিপক্ষ বন্ধুরা আমাদের যুক্তিগুলো হৃদয়ে ধারণ করুন সত্যকে উপলব্ধি করুন সত্যকে স্বীকার করেন আর তা না হলে আমি একটি কথাই বলবো হে প্রভু তাদেরকে ক্ষমা করো তাদেরকে জ্ঞান দাও

ধন্যবাদ সবাইকে

২

এবার আমি আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার যারা পক্ষে বক্তব্য রাখেন তাদের দ্বিতীয় বক্তা মোঃ সাকিব হোসেনকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি

৫

নেচার ই ফেয়ার ফর ফিউচার নেচার ইজ লাইকার আমার লাইক নেচার দেয়ার ইস নো আদার মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী প্রিয় প্রতিপক্ষ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম পরিবেশ যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন তখন আমাদের বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে আইনের কয়টার পর কি পারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে বিষয়টির পক্ষে অবস্থান করছি সারাবিশ্বে বর্তমানে আশি শতাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য এর মধ্যে প্রতিবছর প্রতিবছর বিষ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

পঁচিশ লক্ষ হেক্টর জমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে প্রতি পয়তাল্লিশ হেক্টর জমি বালুকা কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে

হ্যাঁ মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী এভাবে দূষিত হচ্ছে আমাদের এ পরিবেশ

কিন্তু যে পরিবেশ দূষিত করছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে মাননীয় সভাপতি

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন উনিশশো পঁচানব্বই অনুসারে কেউ পরিবেশ দূষণজনিত বিষয়ে জড়িত থাকলে তো অপরাধের ধরন অনুসারে তাকে শাস্তি পেতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং এক থেকে দুই বৎসরের জেল

অথচ আইনের শাস্তির অপ্রতুলতা এবং আইনের কঠোর বাস্তবায়নের অভাবে ঘরে চলেছে একের পর এক পরিবেশ দূষণ আমার বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা যে তথ্যটি দিয়ে গিয়েছেন সেটি ছিল ভুল

বাংলাদেশ পরিবেশ দূষণ নীতিমালা উনিশশো পঁচানব্বই অনুসারে কেউ যদি পরিবেশ দূষণ করে তাহলে তার জরিমানা হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা নয় প্রতিপক্ষ

মাননীয় সভাপতি তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়েও বাংলাদেশ দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল পলিথিন নিষিদ্ধ আইন ব্যবহার করে ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল কিন্তু আইনের কঠোর প্রয়োগের বাস্তবায়নের অভাবে ঘটেছে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশের দশ ফুট থেকে ষোলো ফিট পর্যন্ত প্লাস্টিক এবং পলিথিনের আস্তরণ পড়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে কোন স্থানে প্লাস্টিক এবং পলিথিন ঘটিয়েছে ভয়াবহ দূষণ তথ্যসূত্র দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সাত ই জুন দু হাজার সতেরো বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তরের নজরে এলে দু হাজার আঠারো সালে মোট তিরিশটি পলিথিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিয়াল্লিশ লক্ষ টন পলিথিন জব্দ করেন এবং তেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করেন যদিও জরিমানার পরিমাণ কম তারপরেও কিছুটা হলেও আইনের কিছুটা হলেও পলিথিন ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে প্রিয় প্রতিপক্ষ লক্ষ্য করুন এখানে কি আইনের কঠোর প্রয়োগ পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখছে না আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

মাননীয় সভাপতি এজন্য মরার উপর খাড়ার ঘাঁ ঢাকার রাজধানী হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ছোটবড় একশ একুশটি ট্যানারি শিল্প এসব শিল্প থেকে

প্রতিদিন নির্গত হচ্ছে সত্তর লক্ষ্য থেকে আশি লক্ষ তরল বর্জ্য এবং চারশ থেকে পঁচিশ লক্ষ টন ক্রোমিয়াম যুক্ত চামড়া

এ থেকে যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে

তা আর বলার প্রয়োজন রাখেন প্রিয় প্রতিপক্ষ

সরকার তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিলেও উনত্রিশটি ট্যানারি শিল্প সাভার বিলম্ব করে যখন তাদের গ্যাস সংযোগ ও পানি সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয় তখনই তারা সাভারে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বাধ্য হয়

প্রিয় প্রতিপক্ষ লক্ষ্য করুন

এখানে কি আইনের কঠোর প্রয়োগ মূল ভূমিকা রাখছে না

প্রিয় প্রতিপক্ষ আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

মানুষের সভাপতি এবার আসুন বর্তমান সময়ের আরেকটি আলোচিত বিষয় বুড়িগঙ্গার তীরে বিআইডব্লিউটিএর উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা গত উনত্রিশ জানুয়ারী দু হাজার উনিশ সাল থেকে পরিচালিত এই অভিযানে উচ্ছেদ করা হয় ছোট-বড় প্রায় পনেরো হাজার একশ পচাত্তরটি অবৈধ স্থাপনা নদী ফিরে প্রায় পুনরায় পঁচিশ সাতষট্টি একর জায়গা নদীর প্রবাহমাত্রা বাড়ানোর ফলে নদীর দূষণমাত্রা কমেছে প্রায় আটশ শতাংশ তথ্যসূত্র আমাদের সময় তেইশে জুন দু হাজার উনিশ এখানেও কি আইনের কঠোর প্রয়োগ মূল ভূমিকা রাখছে না প্রতিপক্ষ প্রশ্ন রইলো আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন মাননীয় সভাপতি রাজধানীসহ সারাদেশের আবাসিক এলাকাগুলোতে গড়ে ওঠা রাসায়নিক কারখানাগুলোর আজ যেন মৃত্যুর ফাঁদ দু হাজার দশ সালে নিমতলী ড্র্যাজেডি এবং দু হাজার একুশ সালে একুশে ফেরয়ারি ড্রাজেডি তারই স্বলন্ত

উদাহরণ প্রিয় প্রতিপক্ষ এই যে শতাধিক অকালমৃত্যু একি শুধু সচেতনতাই প্রতিরোধ করা সম্ভব নাকি প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ প্রতিপক্ষ প্রশ্ন রয়ে গেল আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

মাননীয় সভাপতি এবার আসুন বিশ্বের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ সিঙ্গাপুরের প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুরে উনিশশো বিরানব্বই সালের আইন অনুসারে কেউ চুইঙ্গাম খেয়ে রাস্তায় তা ফেললে তাকে জরিমানা দিতে হয় চুরাশি লক্ষ টাকা প্রিয় প্রতিপক্ষ এখন নিশ্চয়ই বলবেন বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট কি চুরাশি লক্ষ টাকা জরিমানা দেয়া সম্ভব প্রিয় প্রতিপক্ষ উত্তরে বলতে হয় আমরা চাই বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট উপযুক্ত আইন এবং এর কঠোর প্রয়োগ

মাননীয় সভাপতি আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে গড়ে তোলা সম্ভব সচেতন তাছাড়া আইনের আপনি আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে একজনকে শাস্তি দিলে তাকে দেখে আরো একশ জন মানুষ সচেতন হয়ে পড়বে

মাননীয় সভাপতি উন্মুক্ত পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে ঢাকার হাতিরঝিলে নির্মাণ করা হয়েছে বিজিএমইএ ভবন এবং মহাশয়মতাদহর প্রতিষ্ঠান হয়েও তাদের কিন্তু আসলে হয়েছে আইনের আওতায় এবং ভাঙতে হচ্ছে ভবনটি প্রিয় প্রতিপক্ষ এত উদাহরণ দেওয়ার পরও যদি আপনারা বলেন পরিবেশ দূষণ রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ মূল ভূমিকা রাখছে না তাহলে প্রতিপক্ষের অবস্থা দেখে বলতে হয় জলে নামিবো সাতার কাটিবো বেণী ভিজাইবো না প্রতিপক্ষ আর

জেগে জেগে ঘুমাবেন না

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন আর আমাদের দাবায়া রাখতে পারবা না স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পর তারই যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না অর্থাৎ তিনি আইনের কঠোর প্রয়োগ এর কথাই বলেছেন আসুন প্রতিপক্ষ যুক্তির খাতিরে যুক্তি নয় তর্কের খাতিরে তর্ক নয় আসুন আমরা মেনে নেই আইনের কঠোর প্রয়োগ ই পারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

আজকে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা লাকী আক্তারকে আমি অনুরোধ করছি তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য

৬

আজকের এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী এবং যারা দেখছেন ও শুনছেন সবাইকে আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা বিতর্ক চলছে আইনের কঠোর প্রয়োগ পারে পরিবেশ দূষণের মূল ভূমিকা রাখতে বিশেষর বিপক্ষে বলছি

আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুদের বক্তব্য শুনে মাইকেল জ্যাকসনের গানের কথা মনে পড়ে সবাই স্বর্গে যেতে চাই কিন্তু মরতে চায়না ঠিক তেমনি আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা বিতর্কে জিততে চায় কিন্তু যুক্তি ও বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চায় না মাননীয় সভাপতি আইনের কঠোর প্রয়োগ কখনোই পরিবেশ দূষণের মূল ভূমিকা রাখতে পারেনা তার কারণ আমাদের দেশের পরিবেশ রক্ষার অনেক আইন রয়েছে এসব জনগণের সহযোগিতা ও সচেতনতা ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ নয় জনগণের প্রয়োজন সচেতনতা

মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন দৈনিক কালের কন্ঠ পত্রিকায় পরিবেশ সংরক্ষণে আইন ও আদালত শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পরিকল্পনাহীন উল্লয়ন অসংগতিপূর্ণ নগরায়ন যানবাহনের কালা ধোঁয়া জোরালো শব্দের হরণ প্রাকৃতিক সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ পরিবেশকে দূষিত করছে পরিবেশের ভারসাম্য মানুষের কর্মকাণ্ডে দূষিত হচ্ছে যেহেতু মানুষ পরিবেশের অংশ তাই পরিবেশ দূষিত হলে মানুষের ক্ষতি বেশি হবে তাই প্রয়োজন আমাদের নিজেদের জনসচেতনতা ও সদিচ্ছা আইনের কঠোর প্রয়োগ নয় মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন আমাদের পরিবেশ দূষণ রোধে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি আইনে গুরুত্ব পেয়েছে প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা উনিশশো বিরানব্বই বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণের উনিশশো পঁচানব্বই পরিবেশ আদালত দুই হাজার এর মধ্যে উনিশশো পঁচানব্বই সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন নিয়েএকুশটি ধারা হয়েছে এর পনেরো নং ধারায় এ আইন অমান্য করলে দশ বছর সশ্রম

কারাদণ্ড ও দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই আইনগুলো থাকা সত্ত্বেও আমরা কি পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পেরেছি প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা মাননীয় সভাপতি পরিবেশ দূষণ রোধে ব্যক্তি পর্যায় থেকে বিশ্ব রাষ্ট্র পর্যন্ত জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সর্বোত্তম কেননা একজন ব্যক্তি সচেতন হলে পর্যায়ক্রমে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে সচেতন হবে প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা লক্ষ্য করুন যদি আমার একটি গাছ কাটি তাহলে একটি গাছের পরিবর্তে কমপক্ষে একটি গাছ লাগাতে হবে কেউ যদি একটি গাছের পর্যন্ত কমপক্ষে একটি গাছ না লাগায় তাহলে আইন কি তাকে কোনো শাস্তি দিচ্ছে

মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন সংবিধান অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর তবে যদি পুরোপুরি তার নির্মূল করা সম্ভব না তবে সচেতনতার মাধ্যমে যতটা পরিবেশ দূষণ কমানো যায় তার জন্য জন্য বেশি বেশি সচেতন মূলক ক্যাম্পিং করতে হবে পাশাপাশি বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা থেকে বিরত থাকতে তবে নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে পরিকল্পিতভাবে ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে তাই এসব ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রয়োজন নয় বন্ধুরা প্রয়োজন হলো জনসচেতনতা

মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিছুতেই সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গমনকারী দেশ ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং জীবজগত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে এই শক্তিশালী দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের কোন কঠোর আইন কাজ করবে প্রতিপক্ষের দলনেতার কাছে প্রশ্ন রয়ে গেল তাছাড়াও প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা লক্ষ্য করুন এসব দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পরিনবেশ দূষণজনিত কারণে বাংলাদেশে যেখানে আটশ দশমিক পাঁচ পাকিস্তানে বাইশ সেখানে মালদ্বীপে এগারো দশমিক পাঁচ শতাংশ কারণ মালদ্বীপের সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ে অনেক সচেতন তাই তারা সাগরের তলদেশে তাদের আইন সভা পরিচালনা করে বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছেন এ পৃথিবীর মানুষের বসবাসের অনুপযোগী তাই তারা সাগরের তলদেশে এ সচেতন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন এভাবে যদি প্রতিটি দেশের সরকার সচেতন হয় তাহলে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সহজ ভাবে মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন যেখানে বাংলাদেশে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তারপরও জনসম্মুখে পলিথিন ব্যবহার করা হচ্ছে

মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন

পরিবেশ দূষণরোধে জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে

তোলা হয়েছে রেলি সভা সেমিনার

বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ দূষণ নিয়ে কথা বলা উচিত এবং সর্বস্তরের মানুষকে পরিবেশ দূষণ নিয়ে জানানো হচ্ছে প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা লক্ষ্য করুন মানলাম আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ আইনের কঠোর প্রয়োগ যদি মূল ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে স্কুল প্রতিষ্ঠানে কেন সভা-সেমিনার করা হচ্ছে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আশা করি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবেন

লক্ষ্য করুন মাননীয় সভাপতি বর্তমানে

বাংলাদেশে বেশি করে পরিবেশ দূষণ করছে বায়ু দূষণ ইটের ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া পরিবেশের জন্য ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক প্রতিটি জেলা-উপজেলায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সালিশী বিচার বাস্তবায়নের ক্ষমতা আছে কিন্তু পরিবেশ দূষণরোধে আইন ও আদালত থাকলেও আমাদের অনেকেরই এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা নেই তাই আইনের কঠোর প্রয়োগ নয় বরং সচেতনতার মাধ্যমে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান সবাইকে পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা তৈরি করতে হবে মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন সচেতন মানুষই আইনে রক্ষা করে আর তাই সমাজের মানুষ যদি সচেতন না হয় আইনের প্রয়োগ যত কঠিনই হোক না কেন মানুষ তা মানবে না জনগণ দ্বারা সরকার গঠিত হয় জনগণ যেখানে সচেতনতা নয় সেখানে আইন করে পরিবেশ দূষণ রোধ করা কোনভাবেই সম্ভব না আপনি পরিবেশ রক্ষার জন্য আইন বানাতে পারবেন কিন্তু সেটা কোনোকাজে আসবে না যদি না জনগণ সচেতন হয় সে প্রসঙ্গে বলতে হয় বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট অফ লিভিং অর্থ্যাং এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন এবং সেইসঙ্গে বলতে চাই যে আইনের কঠোর প্রয়োগ নয় বরং সচেতনতাই পরিবেশে দূষণের মূখ্য ভূমিকা রাখে তাই প্রতিপক্ষের বন্ধুরা কলূপনার রথে চড়ে বাস্তবতাকে বিচার করা যায় না বাস্তবতাকে বিচার করতে হলে বাস্তববাদী হতে হয় তখন আপনার নিউরন একটি কথাই বলবে আইনের কঠোর প্রয়োগ নয় বরং সচেতনতাই পারে পরিবেশ দূষণের মূল ভূমিকা রাখতে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

এবার আমি আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতা পক্ষের শেষ বক্তা মিশরাত জাহানকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি

৭

তিনশো পঁচাত্তর খ্রিষ্টাব্দে এরিস্টটল বলেছিলেন যে আইনের শাসন যে কোন ব্যক্তির শাসন এর চেয়ে ভাল এখানে কিন্তু আইনের কঠোর প্রয়োগ এর কথাই বলা হচ্ছে পলিথিন ব্যবহার কমেছে প্রায় চল্লিশ শতাংশ এটি কিন্তু আইনের ফলেই সম্ভব হয়েছে আমার দলের প্রথম বক্তা উত্তরটি দিয়ে গেছেন কবি বলেছেন ফুলের বাগান সবার মাঝেই আছে ফুল ফোটাতে সবাই নাহি পারে হ্যাঁ মাননীয় সভাপতি আমাদের সুন্দর সুন্দর পরিবেশ সব দেশেই রয়েছে যারা কঠোর কঠোর ভাবে আইনপ্রয়োগ করে তা সংরক্ষণ করতে পেরেছে তারাই আজ উন্নত দেশ বলে বিবেচিত হচ্ছে সম্মানিত সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী উপস্থিত সকলে এবং যারা শুনছেন আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে আইনের কঠোর প্রয়োগ এপারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে

আমি এবং আবেদনের পক্ষে অবস্থান করছি আমাদের দলের দুজন বক্তা এ বিষয়ে বলার পরেও আপনারা যে কেন বৃদ্ধিতে পারছেন না তা আমার বোধগম্য নয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ফুল শুঁকে কেহ যদি কহে কি পাইলাম কিছুই বুলিলাম না তাহলে তাহার আর ফুল শুঁকিবার দরকার নাই তবে আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে যাব যে আইনের কঠোর প্রয়োগ এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন উনিশশো বাহাত্তর সালের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এর পরের দিন অর্থাৎ এগারো জানুয়ারি সংবিধান প্রণয়নের আদেশ জারি করেন একটি দেশকে সুন্দর স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য আইন এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা তার এই উদ্যোগ দেখলে বোঝা যায় তাই নয়কি প্রিয় প্রতিপক্ষ আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

কিন্তু দেখুন বাংলাদেশের এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের পদ্মা পাড়ে রাজশাহীকে বলা হচ্ছে সুন্দর এবং নির্মলবায়ুর শহর এখানে কিন্তু কেউ যদি অনির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলে তাকে যেমন ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে তেমনি যে ময়লা ফেলেছে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে রাজশাহীর উপকণ্ঠে বেলঘাটিয়া নামক স্থানে পুলিশের একটা চৌকি রয়েছে যেখানে তারা কালো ধোঁয়ার গাড়ি প্রবেশ করতে দিচ্ছে না আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে কি এখানে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসেনি আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

পানি সবখানে পানি পানযোগ্য এক ফোটাও নাই পানযোগ্য পানি না পাওয়ার কারণ পানি দূষিত হয়েছে কিন্তু যেখানে কঠোর ভাবে আইন প্রয়োগ হচ্ছে সেখানে কিন্তু পানি দূষিত হচ্ছে না যেমন সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর দু হাজার এক সালের বারোই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সরকার এবং সুইজারল্যান্ড এর সরকার হাওর এর পানি সম্পদ সংরক্ষণে এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন দু হাজার তিন সালে হাওড়টি জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আসে প্রিয় প্রতিপক্ষ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকে এখানে আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে কি পানি দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়নি আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

আমরা সচেতনতার জন্য রাস্তার পাশে স্কুল-কলেজ মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এখানে হর্ন বাজানো নিষেধ এটা কিন্তু লিখে রাখি কিন্তু এতে কি কোনো কাজ হচ্ছে অর্থাৎ সচেতনতা মূল ভূমিকা রাখছে না কিন্তু যখনই আইন করে এখানে আমরা জরিমানা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারব তখন কিন্তু এটি সম্ভব হবে তাই নয় প্রতিপক্ষ আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

দুহাজার চৌদ্দ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী দু হাজার বারো সালে বায়ু দূষণের কারণে সাত মিলিয়ন মানুষ মারা গেছে ধূমপান বায়ু দূষণ করছে ধূমপানবায়ু দূষণ করছে ধূমপান যাতে না করে এজন্য প্যাকেটের গায়ে ধূমপান করলে যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এতে ক্যান্সার হয় তা লেখাও থাকে এবং ছবিও থাকে কিন্তু এতে কি কোন কাজ হচ্ছে অর্থাৎ সচেতনতা মূল ভূমিকা রাখছে না কিন্তু যখনই পঞ্চাশ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে অর্থাৎ আইনের কঠোর প্রয়োগ হচ্ছে তখনই কিন্তু সংখ্যাটি কমে এসেছে এবং আমরা এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বাসে ট্রেনে স্টিমার লঞ্জে ইত্যাদি জায়গায় মানুষ সিগারেট খাচ্ছে না আইনের কঠোর প্রয়োগ এর ফলেই কি এখানে সচেতনতা আসেনি আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন আপনারা বলবেন অধিক জনসংখ্যা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী কিন্তু চীনের কথা বিবেচনা করে দেখুন চীনের জনসংখ্যা প্রায় একশ পঞ্চাশ কোটি তাই অধিক জনসংখ্যা বহুল দেশ চীনের বিবরণী দিচ্ছি চীনে পরিবেশবান্ধব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা করছে চীনের একটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা করছে কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই পরিবেশকে পনেরো হাজার আটশ এক দশমিক দুই পাঁচ বর্গকিলোমিটার শহরটি পুরোটাই টখন সবুজে ঢাকা আরো আছে বাইসাইকেল তারা এখন বাই সাইকেলে যাতায়াত করছে চীন এ পর্যন্ত মোট ছয়টি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন দশটি সংশ্লিষ্ট সম্পদ আইন তিরিশটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি এবং নব্বই টির অধিক পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেছে চারশ তিরিশটি পরিবেশ সংরক্ষণ রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সংরক্ষণ মানদণ্ড এবং এক হাজার বিশটি স্থানীয় পরিবেশ মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে শুধু যে প্রণয়ন করছে তাই কিন্তু নয় কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করছে এখন চীনা সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বেশি এত বেশি কঠোর হয়েছে যে পরিবেশ দূষণ করার কথা এখন কেউ ভাবতেও পারছেন না বাংলাদেশ পরিবেশ দূষণ বিষয়ে পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন বলেন বাংলাদেশ সরকারকেও চীনা সরকারের মতো পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে কঠোর হতে হবে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু আইনও করেছে যদি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার এই স্বপ্নকে সত্যি করে সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ বাংলার সেই নির্মল আকাশ বাংলার সেই মুক্তআকাশ নির্মল বায়ু অবিরাম সবুজ প্রান্তর আবারো সুপেয় পানির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ আমি বায়ান্নকে তবু আমি বাঙালি আমি একাত্তর দেখিনি তবু আমি বাঙালি তবু আমি আমাকে চিনি আমি চিনি লাল সবুজের বাংলাদেশ বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল স্লিক রূপটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ আসুন আমরা কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করি এবং পরিবেশ দূষণ রোধ

করি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিপক্ষ দলের শেষ বক্তা আসমা আক্তারকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি

৮

প্রথমেই বলবো আমার প্রতিপক্ষ দলের দলনেতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এখানে এসে বারবার বলছিলেন কঠোর প্রয়োগ করা হলে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা হলে এ সমস্যা রোধ করা যাবে ওনার উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনার আইন কেন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছেনা আমার প্রতিপক্ষ দলের তিনজন বক্তা এসে যখন বারবার বলে গেলেন পরিবেশ দূষণ রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে মুখ্য ভূমিকা পালন করত তখন আমার কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে পথিক ভূমি পথ হারিয়েছ প্রতিপক্ষ বন্ধুরা আপনারাও তো ভুলে গেছেন যে বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার সালের মধ্যে যে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছে তার মধ্যে নদী দূষণ রোধ ও বায়ু দূষণ রোধ উল্লেখযোগ্য কিন্তু ঢাকা শহরের যপ চারটি নদী রক্ষা করার জন্য বারবার সফলভাবে আইনের প্রয়োগ করার পরও ব্যর্থ হচ্ছে তার মূলে কিন্তু রয়েছে জনগণের অসচেতনতা তাই এমত অবস্থায় প্রতিটি স্তরের সচেতনতা পারে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে

মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী এবং

উপস্থিত সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিতর্ক চলছে বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণ রোধের মূল ভূমিকা রাখতে আমাদের দলের প্রথম বক্তা বিষয় বিশ্লেষণ করে তার কারণ ওর রোধের সম্পর্কে সচেতনতা বিশ্লেষণ করে গেছেন দ্বিতীয় বক্তা এসে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রগুলোতে কিভাবে জনসচেতনতা তৈরি করা যায় সেগুলো উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন আমি দলনেতা হিসেবে দলীয় সমন্বয়নের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করব যে পরিবেশ দূষণ রোধে জনগণের সচেতনতাই মুখ্য

প্রতিপক্ষ কল্পনা করতে পারেন আজকে জনগণের অসচেতনতার কারণে যেভাবে ওজন স্তর হ্রাস পাচ্ছে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ ধারাবাহিকতা যদি চলতে থাকে একদিন এ সুন্দর পৃথিবী পানির নিচে তলিয়ে যাবে আর ঠিক তখন আপনার আইনের লেখা খাতাগুলো পানির উপর ভাসবে আর আপনার অস্তিত্ব হয়তো হাহাকার করবে ঠিক আছে সেই অস্তিত্ব সংকট থেকেই বলছি মাননীয় সভাপতি সাম্প্রতিককালে নাইরোবিতে আয়োজিত একটি পরিবেশ সম্মেলনে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রায় পাঁচ হাজার পরিবেশবিদ সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে দশ বছর মত তাড়াতে হবে প্লাস্টিক জাতিসংঘের মহাসচিব সিম কার্ভার্টের স্পষ্টভাবে বলেছেন যে প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদাভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং পরিবেশ পরিবেশ দূষণ রোধে প্রতিটি দেশে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে লক্ষ্য করুন প্রতিপক্ষ তিনি কিন্তু একটি বারও আইনের কঠোর প্রয়োগের কথা বলেননি তিনি বলেছেন জনসচেতনতার কথা বিশ্ববিখ্যাত কোমল পানীয় তৈরি আমাদেরকে জানায় বছরে তারা তিরিশ লক্ষ টন প্লাস্টিক ব্যবহার করছে তাছাড়া শিল্পায়নের কারণে অধিক পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাদের দ্বারা যে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তাকে আপনার তাতে আপনার আইন কি কোন কাজ করছে না সেটির অধিকার আইন কোন কাজ করছে না কারণ প্রতিটি দেশে আইন রয়েছে এবং তার প্রয়োগ করা হচ্ছে তারপরও যদি এসব প্রতিষ্ঠান সচেতন না হয় তাহলে কিভাবে দেশে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাবে আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন যে সর্বে দিয়ে আপনারা ভূত তাড়াবার চেষ্টা করছেন সে সর্বের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে আছে তাই হাজী চেষ্টা করলেও আপনারা ভূত তাড়াতে পারবেন না মাননীয় সভাপতি মানুষের অসচেতনতা পরিবেশ দূষণ করছে তার একটি বড় হচ্ছে পর্যটন এলাকা পর্যটকরা বিভিন্নভাবে ময়লা আবর্জনা ফেলে পরিবেশকে দূষণ করছে গত বছর আমাদের অহংকার কক্সবাজার ও সুন্দরবন পর্যটকদেরও মানুষদের অসচেতনতার কারণে বিশ্ব ঐতিহ্য ইউনেস্কোর একটি প্রতিনিধি দল তাকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা করেন বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে এবারে সেখান থেকে গত বছর চার হাজার কেজি প্লাস্টিক প্লাস্টিক কার্ঠমুড়ুতে নিয়ে আসা হয় এ প্লাস্টিকের এ পর্যটকদের কোন আইনের আওতার মাধ্যমে নেই হিমালয়ের চূড়ায় গিয়ে আপনার আইন সতর্ক করে দিয়ে আসবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধে জনসচেতনতা তৈরি করবে তা প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুদের বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন রয়ে গেল আশা করছি আমি উত্তর পাবো

মাননীয় সভাপতি কঠোর আইন দিয়ে যে মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা যায় না তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দেশের সংবিধান অলিখিত মাত্র ছয় হাজার শব্দের সংবিধান এদেশ পরিচালিত হয় কিন্তু রীতি নীতির মাধ্যমে তারা ব্যক্তিপর্যায়ে সচেতন বিধায় তাদের দেশে পরিবেশ দূষণ কম আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে নিউইয়র্কের মেয়র পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাতায়াত করেন তিনি তার ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেন না তার নীতি আদর্শের কারণে সে দেশের অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার থেকে বিরত রয়েছেন এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাতায়াত করেন ফলে দেশের পরিবেশ দূষণ ও কম হচ্ছে বায়ু দূষণ কম হচ্ছে কিন্তু আপনারা ঢাকা শহরের কথা বলছি আপনার ঢাকা শহরের চেহারা কিছুটা অন্যরকম ঢাকা শহরের একটি পরিবারের একাধিক গাড়ি থাকলেফলে পরিবেশে বিভিন্ন কালো ধোয়ায় বিষাক্ত করছে তাই



আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি ব্যক্তিপর্যায়ের সচেতনতা যেমন বৃক্ষরোপণ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ নিজের গাড়ির ফিটনেস ঠিক রাখা কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধ করা রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবেশ সুরক্ষা নীতি প্রণয়ন ও সর্বস্তরের জনগণকে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে উদ্বোধন করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি দেশের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ সৃষ্টি করা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আরো দায়িত্বশীল পালন করা আমাদের সকলেরই উচিত জনসচেতনতা আমাদের প্রয়োজন কারণ জনসচেতনতা ছাড়া আইন কোন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা যাবে না তাই আমরা বলতে চাচ্ছি পরিবেশ দূষণ রোধে আইন প্রয়োজন কিন্তু আইনকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি স্তরের সচেতনতা তবে নতুন প্রজন্মকে আমরা একটি সবুজ পৃথিবী উপহার দিতে পারব প্রতিপক্ষ আশা করেছি আশা করছি আপনারা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি

২

আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয়ের বক্তব্য আমরা এতক্ষণ শুনলাম এখন আমরা পক্ষের আপন জনের দল নেতাদের পক্ষ থেকে পক্ষের দলনেতার পক্ষ থেকে পক্ষের দল নেতা মিশরাত জাহান কে তার যুক্তি খন্ডন পর্বে দুমিনিট বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য তাকে আহ্বান জানাচ্ছি

৭

প্রিয় প্রতিপক্ষ এটি আমাদের পরিবেশ এবং এটা পরিবেশ দূষণ কিভাবে রোধ করা যায় এবং কঠোর আইনের কঠোর প্রয়োগ কিভাবে মূল ভূমিকা রাখবে সেটা নিয়ে আমরা আজকে বিতর্ক করতে এসেছি প্রিয় প্রতিপক্ষ হয়তো আজকে বিতর্কের বিষয় ভুলে গেছেন আমরা বলছি আমাদের পরিবেশকে কিভাবে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়

আপনারা বলছেন রীতিনীতির কথা রীতিনীতি বলতে তো আইনই বোঝায় আর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারবো

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে আরেকবার সুযোগ দেবার জন্য

প্রিয় প্রতিপক্ষ একজন দুজন ব্যক্তি বা একটি দুটি প্রতিষ্ঠানের সচেতন হলেই পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব নয় আপনারা বলবেন বৃক্ষ রোপন বাড়িয়ে ধর্মীয় সচেতনতা বাড়িয়ে কলকারখানার বর্জ্য কমিয়ে ইত্যাদি বিষয়ক টক শো সভা সমাবেশ ইত্যাদি বিষয়ে আপনার সচেতনতার কথা বলবেন কিন্তু এতে হয়তো আপনারা সাময়িকের জন্য পাঁচজনকে সচেতন করতে পারলেন কিন্তু সাময়িক এর জন্য সচেতনতা দিয়ে কিন্তু পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাবে না আমাদের প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি আর সেই সচেতনতার জন্য কিন্তু আমাদের আইনের কঠোর প্রয়োগ টাই মূল ভূমিকা রাখবে আপনারা বলে যাচ্ছেন যে সচেতনতাই মূল ভূমিকা রাখবে কিন্তু সচেতনতা মানুষের মধ্যে আসবে কিভাবে আসবে নিশ্চয় আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে আসবে নিশ্চয়ই আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে তাই নয় কি প্রিয় প্রতিপক্ষ

প্রিয় প্রতিপক্ষ জোরের যুক্তি নয় যুক্তিতে জোর থাকা চাই আমরা এখন উদ্ভাবনামূলক আমাদের শোলা কোটি মানুষের দশ কোটির হাতে মোবাইল কাঁধে ল্যাপটপ যথযাত্রা গড়ে উঠছে মোবাইল টাওয়ার এগুলো আমাদের দেশে থেকে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ করছে এজন্য কি সচেতনতাই মূল ভূমিকা রাখবে নাকি মূল ভূমিকা রাখবে আইনের কঠোর প্রয়োগ প্রশ্ন রইল

ধরুন প্রতিপক্ষ আপনি একজন পরিবেশ সচেতন নাগরিক আপনি একজনকে পরিবেশ দূষণ করতে দেখে তাকে সচেতন করতে গেলেন কিন্তু সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি কেন কাজটা করবো না এতে দোষটা কি তখন কিন্তু আপনিও বলবেন যে এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে সে কিন্তু এটা শুনে ভিত হবে এবং সচেতন হবে আইনের কঠোর প্রয়োগ এর ফলে কি তার মধ্যে সচেতনতা আসেনি আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন মাননীয় সভাপতি একটি বুলেট একটি প্রাণ প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে পারে কিন্তু একটি কলকারখানার বর্জ্য একটি ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া একটি পারমাণবিক বোমার আঘাত প্রজন্মের পর প্রজন্ম কে ধ্বংস করে দিতে পারে জন্ম নিতে পারে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিকৃত বিকলাঙ্গ মানব শিশু আসুন আমরা একটা বন্ধ করি এবং সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলি এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলি বলিতে পারে আইনের কঠোর প্রয়োগ ই পারে পরিবেশ দূষণ রোধে মূল ভূমিকা রাখতে

২

এবার আমি বিপক্ষ দলের দলনেতা আসমা আক্তারকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি

৮

প্রতিপক্ষ দলনেতা বলে গেলেন যে আইনের প্রয়োগই পারে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ রোধে মোট দুইশ টি আইন রয়েছে সে আইনগুলো কিন্তু সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না যার কারণে ক্রমাগতই পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তো এর জন্য কি আপনি জনগণকে শুধু দায়ী করবেন আইনের কঠোর প্রয়োগকে কি দায়ী করবেন না ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে পুনরায় যুক্তি খন্ডন পর্বে কিছু বলার সুযোগ প্রদান করায় প্রতিপক্ষের প্রথম বক্তা বলে গেলেন কঠোর আইনের নাকি পৃথিবীতে গড়ে তুলছেন সঠিকভাবে তো ওনার উদ্দেশ্য বলতে চাই কঠোর আইন পৃথিবীকে গড়ে তুলছেন না

জনগণের ঐক্যবদ্ধতা ও জনসচেতনতাই পৃথিবীকে আজ পর্যন্ত এখানে নিয়ে এসেছেন আমার দলের প্রথম বক্তা বলছেন যে এমন একটা দেশের উদাহরণ দেখিয়ে যেতে আপনাদের কে বলেছেন যে দেশে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা গেছে আপনারা কিন্তু সেটা দেখিয়ে যেতে পারেননি এখানে আপনাদের ব্যর্থতা যে দেশ যত বেশি উন্নত সেদেশে ততবেশি শিল্পায়ন শিল্পায়ন মানেই হচ্ছে পরিবেশ দূষণ আর আপনারা যে পরিবেশ আইনের কঠোর প্রয়োগ প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণ রোধের কথা বলছেন সে দেশে শিল্পায়ন বেশি হচ্ছে লক্ষ্য করে দেখতে পারেন কঠোর আইন প্রণয়নের যে ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলোতে কিভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে সেটা আমার বোধগম্য নয় যেমন ভারতের নয়াদিল্লিতে দীপাবলি সময় অসংখ্য আতশবাজি ধোঁয়াতে একুশ দিন দিল্লির আকাশে সূর্য দেখা যায়নি এই যে পরিবেশ দূষণ হল একি আপনি কোন আইনের মাধ্যমে নিয়ে এসে দেখবেন এবং প্রতিরোধ করবেন প্রতিপক্ষ পরিবেশ মন্ত্রণালয় তামাক চাষ নিষেধ করেছেন অস্ত্র জনসচেতনতা এবং কৃষি মন্ত্রণালয় তামাক চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন এখানে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয় গুলোর সমন্বয়হীনতা ধরা পড়ে আরেকটি কথা সেটি হলো বাংলাদেশে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ বাংলাদেশে অপরিপাক্য হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু অসাধু ব্যক্তি ক্রমাগত গাছ কেটে চলেছে ঘুম থেকে মানুষকে জাগানো সম্ভব কিন্তু যারা ঘুমের ভান করে ঘুমিয়ে থাকে তাদেরকে জাগানো সম্ভব না কারণ ডাক্তার কে কি করে বুঝাবো যে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রিয় সুধী ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম বলেছেন সেটা স্বপ্ন নয় যেটা ভূমি ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন সেটা যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না তাই আসুন আমরা স্বপ্ন দেখি একটি পরিচ্ছন্ন পৃথিবী আর সেটা বাস্তবায়নের জন্য সবাই সচেতন হই তবে পরিবেশ দূষণ রোধ হবে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

সকলকে ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন আমাদের আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতা পক্ষে বিপক্ষে দলের সকলের বক্তব্য আমরা শুনলাম এখন বিচারক বিস্তৃত বিচারকমণ্ডলী তারা তাদের নাস্ত্রার যোগ করবেন এবং কোন দলে কত নাস্ত্রার পেয়েছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তার ফলাফল পাব আমরা জানি যে বিশ্বব্যাপী আজকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয় চলছে এবং নিচে সেটা আরও বেড়ে যাচ্ছে যে আমরা জানি যে প্রাকৃতিক পরিবেশের দুটি মুখ্য উপাদান একটা হচ্ছে পানি আরেকটা হচ্ছে বায়ু এই দুটির কোন রাজনৈতিক মানচিত্র নাই যেমন বাংলাদেশের পানি অন্য দেশে যেতে পারবে না বা অন্য দেশের পানি বাংলাদেশে আসতে পারবেনা যেমন মানুষ আসতে পারবে না সেরকম না অথবা বাংলাদেশের বায়ু অন্য দেশে যেতে পারবে না আমরা আরো জানি যে আজকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা চলছে সেটা এক জায়গায় যারা এই জলবায়ুকে বিপর্যয় করছে বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন বেড়ে যাওয়ার কারণে জামশেদ এইসব উন্নত দেশ আমরা বলি তারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ করছে এবং তার কারণে বিপর্যয়ে পড়ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ কিন্তু দোষী না এটা হচ্ছে যে বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করার কারণে এখানে কিন্তু ভালো কিন্তু আইন এখনো তৈরি হয়নি আমরা জানি সুতরাং আইনের কিন্তু প্রয়োজন দরকার এবং আইন মানবে কারা মানুষ মানুষ সেটা সচেতনতা দরকার দুটি কিন্তু বলতে পারেন একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার জন্য যেমন সচেতন মানুষ সমাজের দরকার এবং সেই আইনটি প্রয়োগ করার জন্য আইনি কাঠামো দরকার আইনি কাঠামো যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা সচেতন হতে পারব না এই পৃথিবী কিন্তু যে সমস্ত উপকরণ খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান দরকার তার জন্য কিন্তু যথেষ্ট উপকরণ পৃথিবীতে রয়েছে যেটাকে বলা হয় পৃথিবীতে মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট কিন্তু মানুষের লোভ নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয় ক্ষুধার কিন্তু একটা সীমা আছে লোভের কিন্তু সীমানা নাই আর লোভই কিন্তু কেন্দ্র করে কিন্তু আজকে এই পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে সেটা দেশে বিদেশে সর্বত্র কিন্তু তাই আমরা এই জন্য এই আইনের কঠোর প্রয়োগ চাই সেখানে এটা সত্য এখন এই আইন সচেতনতার দিক থেকে যদি আমি একটু বলি তাইলে সচেতন হইতে হলে তাকে দুইদিকেই যেতে হবে একদিকে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে আবার তাকে শিক্ষিত হতে হবে অনেক ক্ষেত্রে কারণ আমি কিভাবে আইনটি প্রয়োগ করব এবং কিভাবে আইন অবকাঠামোর মধ্যে আমি আমাকে সীমাবদ্ধ রাখবো এবং দেশের পরিবেশের প্রতি যে সম্মান জানানোর এটা কিন্তু মানবিক কোয়ালিটি এজন্য সচেতন হইতে হবে তবে সত্য কিন্তু সচেতন দেশেও দেখেন আইন রয়েছে এবং আইন কিন্তু সর্বত্রই রয়েছে সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার সাথে আইনের প্রয়োগ থাকতে হবে এবং আইনের এখানে বলা হয়েছে আইনের কঠোর প্রয়োগ আইন শুধু থাকলেই হবেনা কঠোর প্রয়োগ অবধারিত থাকতে হবে আমি এখানে আরেকটা বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি আমরা জানি বিশ্বব্যাপী জলবায়ু যে বিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বে এখন একটা সচেতনতা দরকার মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু বিশ্বব্যাপী যে এই যে কার্বন নিঃসরণের যারা তৈরি করছে ডেভলপ কান্ট্রি তাদেরকে বলি বা সংক্ষেপে বলতে গেলে জিতে নিয়েছেন যে কিছুদিন আগেই মিটিয়ে গেল তারা বেশিরভাগই দায়ী তারা যদি সচেতন না হয় তাদের কে যদি আইনি কাঠামোর ভিতরে না আনা যায় তাইলে হবেনা আজকে আমাদের কিয়োটো চলে গেছে চলতেছে এই বিশ্বব্যাপী যে শুরু হয়েছে মাত্র দুহাজার শোভাতে- শেষ হবে দু হাজার তিরিশে বলা হচ্ছে হাজার বিশ সালের মধ্যেই এই আমাদের প্রকল্পের একটা আইনি কাঠামো তৈরি হবে এখনো তৈরি হয়নি সেই আইনি কাঠামো তৈরি হইলে তখন হয়তো দেখা যাবে কিন্তু এই আইনি কাঠামো তৈরি হলে ঐ যে মানুষের লোভ বিশ্বব্যাপী উল্লয়ন এই যে ধারা অব্যাহত রয়ে গেছে যেটাকে আমরা বলছি যে যেটাকে বলে ফ্রী মার্কেট হয়ে গেছে এই প্রতিযোগিতা যদি চলতে থাকে তাইলে কিন্তু আমাদের পরিবেশ বিপর্যয় হবেই কিন্তু এ প্রতিযোগিতাকে কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে গেলে হবে আমাদের আইন প্রয়োগ

হবে এবং আইন তৈরি করতে হবে সেটা কে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে অথবা যদি না করা যায় এবং সেই জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা দরকার সচেতন নাগরিকরা এখন ঐ সমস্ত উন্নত দেশ কে বলা হচ্ছে দেখো তোমরা কার্বন নিঃসরণ তোমরা কমাও হবে না বিশ্ব যদি সচেতন না হয় তাহলে বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয় রক্ষা করা যাবে না এবং সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ইতিমধ্যে আমাদের কাছে ফলাফল চলে আসছে বিজয়ী দল হচ্ছে ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ এবং আজকের শ্রেষ্ঠ বিতর্কিক হচ্ছে মিশরাত জাহান আমি আমি পক্ষে-বিপক্ষে অংশগ্রহণকারী উভয় দলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে সামান্য ব্যবধানে তারা হয়তো আজকে ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন কিন্তু যারা বিপক্ষ দল তাদের অংশগ্রহণকে আমি অত্যন্ত সাধুবাদ জানাচ্ছি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিস্তৃত বিচারকমণ্ডলী এবং বিটিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে